USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

সংরক্ষণশীল কৃষি পদ্ধতি

কীভাবে সংরক্ষণশীল কৃষি অনুশীলন করবেন এবং লাভবান হবেন?

সংরক্ষণশীল কৃষি কি?

সংরক্ষণশীল কৃষি হলো 'কৃষি সম্পদ সাশ্রয়ী ফসল উৎপাদন ব্যবস্থপনা'। এটি আপনাকে শ্রমিক, সময়, পানি/সেচ এবং অর্থ সাশ্রয় করতে সাহায্য করবে, ফসলের ভাল ফলন দিবে এবং বাড়তি আয় করতে সাহায্য করবে।

সংরক্ষণশীল কৃষির ভিত্তি হলো ৩টি মূলনীতি:

১. যথাসম্ভব কম চাষ করে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি এবং মাটির 'জো'/রস ধরে রাখা।

২. মাটির রস ধরে রাখতে পূর্ববর্তী ফসলের কিছু খড় বা অবশিষ্টাংশ মাটির উপরিভাগে রেখে দেওয়া।

৩. ধান এবং অন্যান্য ফসলের মধ্যে টেকসই ও লাভজনক শস্য পর্যায় অবলম্বন করা।

কীভাবে আপনি সংরক্ষণশীল কৃষি অনুশীলন করবেন এবং লাভবান হবেন?

- পূর্ববর্তী ফসল সংগ্রহের পর জমিতে শতকরা ৩০ ভাগ (২০-৩০ সে:মি: উচ্চতার দাঁড়ানো) নাড়া রেখে দিবেন।
- কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা বা সিসা-বিডি'র টেকনিক্যাল অফিসার-এর পরামর্শক্রমে জমিতে ফসল লাগানোর আগে অনুমোদিত মাত্রায় নিরাপদ ও সঠিকভাবে আগাছানাশক ব্যবহার করে আগাছা দমন করুন।
- বাংলাদেশে সহজলভ্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সংরক্ষণশীল কৃষি অনুশীলন করা যেতে পারে, যেখানে জমির চাষ কমবে এবং একই সঙ্গে বীজ বপন ও সার প্রয়োগ করা যাবে।
- দুই চাকা বিশিষ্ট (ট্রাক্টর) পাওয়ার টিলারের সাথে স্ট্রিপ টিলার, বেড প্লান্টার বা সোলারভিশন গোল্ডেন সিডার মেশিন সংযুক্ত করা হয়। এমন অনেক সেবাপ্রদানকারী রয়েছে যাদের এই সকল যন্ত্রপাতি আছে, তারা আপনাকে একই সময়ে জমি তৈরি, সার প্রয়োগ এবং বীজ বপনের সেবা দিতে পারে।

কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট | CIMMYT | IRRI | WorldFish

সংরক্ষণশীল কৃষির সুবিধাসমূহ

- একই জমিতে বেশি সংখ্যক চাষে অর্থের অপচয় হয়, কম সংখ্যক চাষের ফলে খরচ প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ কমে যায়।
- কম সংখ্যক চাষ জমির রস সংরক্ষণ করে, মাটির গঠন ঠিক রাখে এবং জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে যা বিশেষ করে রবি মৌসুমের ফসলকে লাভবান করবে এবং ফলন বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।
- অধিক সংখ্যক চাষে সময়ের অপচয় হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, প্রতি একদিন দেরিতে বপনের জন্য গমের ফলন শতকরা ১ ভাগ হারে কমে যায়। সংরক্ষণশীল কৃষি ব্যবহারে আপনি জমির চাষ কম দিয়ে সময় সাশ্রয় করতে পারবেন এবং সময় মত ফসল বপন করতে পারবেন যা আপনার ফসলের ফলন বৃদ্ধি করবে।
- গ্রামে এখন শ্রমিকের খুবই সংকট এবং ব্যয়বহুল। পূর্বে উল্লেখিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে আপনি নাটকীয়ভাবে আপনার উৎপাদন খরচ কমাতে পারেন।
- জমির উপরিপৃষ্ঠে নাড়া রেখে দিলে প্রতিবার বৃষ্টি বা সেচ প্রয়োগের পর মাটিতে জৈব পদার্থ যোগ করে, মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, চুয়ানিজনিত অপচয় কম হয় এবং পানি কম বাস্পিভূত হয়। এটা ফসলের জন্য খুবই উপকারী।
- জমির উপরিপৃষ্ঠে নাড়া রেখে দিলে মাটির লবণাক্ততা কমাতেও সাহায্য করে এবং বাড়তি ফসল উৎপাদনে সাহায্য করবে।
- ধান এবং অন্যান্য ফসল যেমন- ভুট্টা, গম, ডাল শস্য, পাট ইত্যাদি শস্য পর্যায় করলে ফসলে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ কমবে। এটা আপনার ফসলকে সুস্থ্য-সবল রাখবে এবং ফলন বৃদ্ধি করবে।
- সেচ সুবিধা না থাকার কারণে, যদি আপনার জমি রবি মৌসুমে পতিত রাখেন, তাহলে এই অনুশীলন আপনাকে শুধুমাত্র বৃষ্টির পানি ব্যবহার করে ভাল ফসল জন্মাতে সাহায্য করবে।
- সংরক্ষণশীল কৃষি পদ্ধতিতে ধান, গম, ভুট্টা, ডাল জাতীয় শস্য এমনকি পাটও চাষ করা যেতে পারে।
- সংরক্ষণশীল কৃষি সময়, পানি/সেচ, শ্রমিক এবং অর্থ সাশ্রয় করে এবং এই পদ্ধতি অনুশীলন করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

"This handbill is made possible through support provided by the United States Agency for International Development (USAID). The contents and opinions expressed herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the US Agency for International Development or the United States Government."

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

আঞ্চলিক গম গবেষণা কেন্দ্র, শ্যামপুর, রাজশাহী এবং
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর

আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম গবেষণা কেন্দ্র (সিমিট), বাংলাদেশ
বাসা ১০বি, রোড ৫৩, গুলসান ২, ঢাকা ১২১২
ফোন: +৮৮ ০২ ৯৮৯৬৬৭৬, ৯৮৯৪২৭৮
ই-মেইল: cimmytbd@cgiar.org, shafiqul.islam@cgiar.org